মূল শব্দাবলীঃ
জীবন
রেখে যাওয়া
ঐতিহ্য

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

31 July 2026 / 16 Safar 1448H

একজন মুমিনের উত্তরাধিকার

The Legacy of a Believer

ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَىٰ فِي التنزيل: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Dear Friday congregation,

Have taqwa of Allah s.w.t. with true awareness. Carry out all His commands and abstain from all He has forbidden. May Allah s.w.t. have mercy on us in this world and in the hereafter. Amin,ya Rabbal ‘Alamin.

মহান আল্লাহ সুবহানাহুহু অয়া তা’আলার প্রতি প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাঁর সকল আদেশ যথাযথভাবে পালন করুন এবং তিনি যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের ইহকালে ও পরকালে তাঁর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এটি এমন এক জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা, যা চিরস্থায়ী নয়। একজন মুমিনের জন্য মৃত্যু আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়—আমরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের কী উত্তরাধিকার (লিগ্যাসি) মানুষের মাঝে রয়ে যাবে?

প্রিয় ভাইয়েরা,

অনেক মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের উত্তম চরিত্র, মহৎ মূল্যবোধ এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আজও মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।

তাঁদের রেখে যাওয়া কল্যাণ কেবল নৈতিক বা আদর্শগত নয়; তা বস্তুগত রূপেও মানুষের উপকারে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিদ্যালয়, মসজিদ বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হয়তো এমন একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যিনি বহু বছর আগে ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই অবদান আজও মানুষের উপকারে আসছে এবং সমাজে কল্যাণ বয়ে আনছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন, **"আমরা নবীগণের কোনো সম্পদের উত্তরাধিকার হয় না। আমরা যা রেখে যাই, তা সদকা।"** (ইমাম বুখারী রহ.)

নবীগণের এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। তার মধ্যে একটি হলো—তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা হয় না; বরং তা আল্লাহর পথে সদকা হিসেবে ব্যয় করা হয়। কারণ, একজন নবী তাঁর সন্তান-সন্ততি কিংবা উম্মতের জন্য প্রকৃতপক্ষে ধন-সম্পদ নয়, বরং জ্ঞান, হিদায়াত এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাই উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান।

এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের জন্য যে জ্ঞানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তা যেকোনো পার্থিব উত্তরাধিকারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কেননা, সেই জ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে এমন পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা, যা আমাদের শেখায়—কীভাবে আমরা নিজেরাও এমন এক কল্যাণময় উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারি, যার উপকার আমাদের মৃত্যুর পরও মানুষের মাঝে অব্যাহত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, **"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত—সদকায়ে জারিয়া, এমন উপকারী জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে, এবং এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"** (ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণিত)

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আজকের খুতবায় আমরা তিনটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। উদ্দেশ্য হলো, এগুলো যেন আমাদের প্রত্যেককে এমন একটি কল্যাণময় উত্তরাধিকার (লিগ্যাসি) রেখে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, যা আমাদের মৃত্যুর পরও মানুষের উপকারে আসতে থাকবে এবং আমাদের জন্য অব্যাহত সওয়াবের কারণ হবে।

প্রথমত: সদকায়ে জারিয়া—অর্থাৎ এমন দান, যার সওয়াব অব্যাহত থাকে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) মদিনায় মুসলিম সমাজের কল্যাণে একটি কূপ ক্রয় করে ওয়াকফ করেছিলেন। সেই কূপ আজও বিদ্যমান এবং প্রায় চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও মানুষের উপকার করে চলেছে। হযরত উসমান (রা.) বহু আগেই ইন্তিকাল করেছেন, কিন্তু তাঁর সেই মহান দান

আজও অব্যাহত রয়েছে এবং এমন অসংখ্য মানুষের জীবন স্পর্শ করছে, যারা কখনো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি।

দ্বিতীয়ত: উপকারী জ্ঞান।

আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষক বা শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই এমন একটি উত্তরাধিকার, যা একদিন তাঁরা রেখে যাবেন। কিন্তু যদি কেউ শিক্ষক না হন, তাহলে কি তিনি এই মহান মর্যাদা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন?

উত্তর হলো—কখনোই নয়।

আমরা আমাদের দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালেই তা উপলব্ধি করতে পারি। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এমন সব মানুষের অবদানে, যারা তাঁদের সম্পদ, শ্রম, মেধা কিংবা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল—জ্ঞানচর্চার এই ধারাকে যুগে যুগে অব্যাহত রাখা, যদিও তাঁরা অনেক আগেই তাঁদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে ফিরে গেছেন।

তাঁদের সেই অবদানের কারণেই আজকের প্রজন্ম কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এ ধরনের অবদানও উপকারী জ্ঞানের মতোই অব্যাহত সওয়াবের উৎস হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: নেক সন্তান, যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

এটি প্রত্যেক পিতা-মাতারই স্বাভাবিক প্রত্যাশা—তাঁদের সন্তান যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ও তাঁর রাসুল (সাঃ) কে চিনে, তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করে এবং এমন নেক সন্তান হয়ে গড়ে ওঠে, যে পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকে।

আমাদের মধ্যে যাঁদের পিতা বা মাতা ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা যেন তাঁদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন, গুনাহসমূহ মাফ করে দেন, তাঁদের কবরকে প্রশস্ত ও শান্তিময় করে দেন এবং তাঁদের সকল নেক আমল একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির সঙ্গে কবুল করে নেন।

প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন, আমরা আর বিলম্ব না করি। আজ থেকেই এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করি, যাতে আমাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার (লিগ্যাসি) আমাদের মৃত্যুর পরও মানুষের কল্যাণে অব্যাহত থাকে। এমন আমলে নিজেকে নিয়োজিত করি, যার প্রতিদান কখনো শেষ হয় না এবং যার সওয়াব আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে।

আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের জীবনের সকল নেক আমলকে আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমার মাধ্যম বানিয়ে দেন এবং পরকালে তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদের জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করেন।

আমীন, ইয়া রববাল ‘আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانْتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.